

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain

Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

বরাবর

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রসঙ্গে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়,

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন।

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, গত কয়েক মাস যাবত পার্বত্য চট্টগ্রামের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে একের পর এক নারী নির্যাতন, অপহরণ, গুম, ধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার মতন মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু চলমান এ উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে সেখানকার স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর প্রত্যাশিত ভূমিকা তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। চলতি বছরের শুরু থেকে গত আট মাসে পার্বত্য চট্টগ্রামে নারীদের ওপর নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা কমপক্ষে ২০টির অধিক সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু একের পর এক নির্যাতন, অপহরণ, ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনা ঘটলেও অধিকাংশ ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার ক্ষেত্রে ব্যর্থতাই পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমে নারী নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে চলেছে বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতনের ঘটনায় পাহাড়ি নারী ও শিশুরা বেশি আক্রান্ত হচ্ছে। একদিকে ১০ বছরের স্কুল শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের পর নৃশংস কায়দায় যেমন হত্যা করা হয়েছে, অন্যদিকে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ নিয়ন্ত্রিত পার্কে নিরাপত্তা বেষ্টিত মঞ্চে সেখানে ঘুরতে যাওয়া পাহাড়ি কিশোরী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তায় নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা এ ধরনের ধর্ষণের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অভিযোগও পাওয়া গেছে। ২২ জানুয়ারি রাঙামাটির বিলাইছড়ির দুই মারমা কিশোরীকে ধর্ষণ ও যৌন হয়রানির ঘটনা, ২২ আগস্ট বান্দরবানের লামায় দুই ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের পক্ষ থেকে এ অভিযোগগুলো করা হয়েছে। এসব ঘটনায় কিছু অভিযুক্তকে আটক করার কথা শোনা গিয়েছে। কিন্তু আশংকার বিষয় হল, পার্বত্য চট্টগ্রামে ধর্ষণ মামলার আসামী জামিনে কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে আবার ধর্ষণের শিকার মেয়েটির কাজিনকে ধর্ষণের পর হত্যা করেছে এমন ঘটনাও অতীতে হয়েছে। কিন্তু সেই ধর্ষণ ও হত্যার আসামীর বিচার কী হয়েছে তা সাধারণ মানুষ এখনও জানে না। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন মনে করে, কল্পনা চাকমা অপহরণের ঘটনা থেকে শুরু করে এ যাবত সংঘটিত নারী ধর্ষণ, গণধর্ষণ ও হত্যা মামলাগুলো যদি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে বিচার করা হতো তাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামে এভাবে একের পর এক নারী-শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হতো না। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচারহীনতার পরিবেশ অব্যাহত থাকায় সেখানে অপরাধের মাত্রা দিন দিন বেড়েই চলেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান সরকার

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Myrna Cunningham Kain

Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain,
Muhammad Zafar Iqbal, Khushi Kabir
Michael C. van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

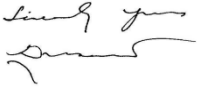
পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে এটা স্পষ্ট যে, প্রকৃতপক্ষে সেখানে এখনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং নারী ও শিশুরা অনিরাপদ রয়ে গেছে।

তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত কয়েকটি দাবি তুলে ধরছে-

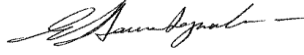
দাবিসমূহ:

১. কল্পনা চাকমা অপহরণসহ পাহাড়ে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, অপহরণ ও ধর্ষণের পর হত্যার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের শ্রেণার করে তাদের বিচার করা হোক;
২. ঘটনার শিকার ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক;
৩. চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী কৃতিকা ত্রিপুরাকে নৃশংসভাবে হত্যায় জড়িতদের অবিলম্বে শ্রেণার করে দ্রুত বিচার করা হোক;
৪. পার্বত্য চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়ন করে পাহাড়ে নারী ও শিশুর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।

ধন্যবাদসহ,



সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপার্সন



এলসা স্টামাতোপোলৌ
কো-চেয়ারপার্সন



মির্না কানিংহাম কেইন
কো-চেয়ারপার্সন

সদস্য: ড. স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

উপদেষ্টা: ইয়েনেকি এরেন্জ, টম এক্সিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

অনুলিপি:

১. শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিস্থিতি লারমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি।
২. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
৩. জেলা প্রশাসক (রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান)।